Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 55
July–September, 2018

# প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে রক্তদান ও পরিসঞ্চালন একটি পর্যালোচনা

# Blood Donation and Transfusion in Existing Law and Islamic Law : An Analysis

A.G.M. Sadid Jahan*

ABSTRACT

*Blood donation is a charitable deed. It is possible to save life by providing the necessary blood supply to the body of a blood deficient critical patient. Because of a lack of an alternative to blood, treatment is provided only through blood donation. As a result, blood donation is an alternative name to protection of life at special moments. Blood donation is considered to be the highest donation and rewarding act in Islam. Islamic Sharī'ah has approved the spontaneous participation of a person in the service of humanity. This kind of human welfare program is conducted by the nature of human and ethical values inherent in Islamic Sharī'ah. This article intends to discuss the Islamic perspectives regarding the aims and objectives of the topic. It is found through discussion that blood donation as carried out presently under law is according to the Sharī'ah standards. There are two opinions regarding blood donation in Islamic law. In addition, different Sharī'ah rules and regulations related to blood donation have been discussed. It can be said that, however, blood donation is in lawful in accordance with Sharī'ah.*

**Keywords:** Conventional Law, Blood Donation, Sharī'ah, Protection of Life, Humanity.

সারসংক্ষেপ

রক্তদান একটি পরোপকারী অনুকম্পামূলক কাজ। রক্তের স্বল্পতাজনিত মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়। রক্তের কোনরূপ বিকল্প না থাকায় একমাত্র রক্তদানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ফলে বিশেষ মুহূর্তে রক্তদান জীবন রক্ষায় সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে নিরাপদ রক্তদান ও পরিসঞ্চালন নিশ্চিতকরণে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। ইসলামে রক্তদান একটি বড় দান এবং পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত। আর্তমানবতার সেবায় ব্যক্তির এ স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে আসাকে ইসলামী শরীয়া অনুমোদন করেছে। এ ধরনের মানবিক কল্যাণমূলক কর্মোদ্যোগ ইসলামী শরীয়ার মানবিকতা ও নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয়ের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এবং শরীয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি আলোচনা করা উদ্দেশ্যে। তাছাড়া এ প্রবন্ধে রক্তদানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শরয়ী বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচনার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রচলিত আইনে রক্তদান বিধিসম্মত। ইসলামী আইনে এর বিধানের ক্ষেত্রে দুটি মত পাওয়া যায় এবং সার্বিক বিবেচনায় রক্তদানকে বৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রতিপালন করতে হবে।

মূলশব্দ : প্রচলিত আইন, রক্তদান, শরীয়া, জীবন রক্ষা, মানবতা।

*AGM Sadid Jahan is an Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. email: saikat.sadid@gmail.com



## ভূমিকা

রক্তদান ও পরিসঞ্চালন একটি বহুল প্রচলিত চিকিৎসা প্রক্রিয়া। চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তদানের মাধ্যমে একজন মানুষের দেহের একই গ্রুপের রক্ত আরেকজনের দেহে সঞ্চালন করা হয়। রক্ত এমন বস্তু, যা শুধু শরীরের ভিতরেই উৎপন্ন হয়। রক্ত তৈরির বিকল্প কোন ব্যবস্থা কিংবা রক্তের কোন বিকল্প এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাছাড়া মানুষকে একমাত্র মানুষই রক্তদান করতে পারে। চিকিৎসকরা রক্তের স্বল্পতাজনিত মুমূর্ষু রোগীর দেহে নিরাপদ বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। ফলে বিশেষ মুহূর্তে রোগীর জীবন রক্ষায় রক্তদান অত্যাবশক হয়ে ওঠে। ইসলামে যদিও সব ধরনের দানকেই মহৎ কর্ম বলে গণ্য করা হয়, তবুও রক্তদান একটি বড় দান এবং পুণ্যের কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামী শরী'আ ব্যক্তির এ স্বতঃস্ফূর্ত এগিয়ে আসাকে আর্তমানবতার সেবা হিসেবে গণ্য করেছে। বস্তুত এ ধরনের মানবিক কল্যাণমূলক কর্মোদ্যোগ ইসলামী শরী'আর মানবিকতা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত ও উৎসাহিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত বিষয়ে ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইত্যাদি আলোচিত হবে। তাছাড়া দাতা-গ্রহীতার পারস্পরিক উপকারিতা, রক্তদানের উত্তম স্থান, ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন শরয়ী বিধি-বিধান আলোচনার পরিধিভুক্ত হবে।

রক্তদান ও পরিসঞ্চালন

রক্তদান হল কোন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের স্বেচ্ছায় রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়া। সাধারণত কোন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তি রক্তের স্বল্পতাজনিত কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় রক্ত দেওয়ার প্রক্রিয়াকে রক্তদান বলে। ইংরেজিতে তাকে Blood Donation এবং আরবীতে نقل الدم (নাক্‌ল আদ্-দাম) ও تبرع بالدم (তাবাররু‘ বিদ দাম) বলা হয়।

চিকিৎসকরা নিরাপদ বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। নিরাপদ রক্ত বলতে যে কোনো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইট, কেমিক্যাল ইত্যাদি ক্ষতিকর উপাদান বা যে কোন জীবাণুমুক্ত রক্তকে বোঝায়। একমাত্র স্বেচ্ছায় সুস্থ রক্তদাতার মাধ্যমে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে দাতার একটি সংক্ষিপ্ত শারীরিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার ইতিহাস গ্রহণ করা হয়। এরপর নমুনা সংগ্রহ করে 'ব্লাডস্ক্রিনিং' বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঝুঁকিমুক্ত হিসেবে নিশ্চিত করা হয়। রক্তের মাধ্যমে ছড়ানো রোগগুলো এ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে রক্তদাতা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এইডস্, সিফিলিস, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি ইত্যাদি পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে যায়। মূলত রক্তদাতার সুস্থতা ও দানের উপযোগিতা এবং গ্রহীতার জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকিমুক্তির নিমিত্ত এসব পরীক্ষা করা হয়। গৃহীত রক্তের পরিমাণ ও পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণত একজন দাতা থেকে একবার সর্বোচ্চ পাঁচশত মিলিলিটার রক্ত নেয়া হয়। সংগৃহীত রক্ত পরিসঞ্চালন বা অংশীকরণের মাধ্যমে ঔষধে পরিণত করে গ্রহীতার দেহে প্রবেশ করানো হয়।

রক্তদান ও পরিসঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা

মানবদেহে প্রবাহমাণ অস্বচ্ছ লাল তরল পদার্থটি রক্ত। এটি শিরা বা ধমনীর মধ্যে দিয়ে পুরো দেহে বাহিত হয়। দেহের প্রতিটি টিস্যুতে খাবার ও অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এ খাবার ও অক্সিজেন টিস্যুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় রোধের জন্যে অপরিহার্য। এছাড়া দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসরিত হরমোন রক্তের মাধ্যমে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে অঙ্গের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে। রক্ত টিস্যুর বর্জ্যগুলো বের করে দেয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ফুসফুসের মাধ্যমে দেহের বাইরে বের করে দেয়। দেহের পাশাপাশি দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক পদার্থ ও পুষ্টি সরবরাহ করে। অন্যান্য তরল পদার্থগুলোর ভারসাম্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে। রক্তের সাহায্যে দেহের তাপমাত্রা ঠিক থাকে। রোগাক্রান্ত দেহে জীবাণুর বিরুদ্ধে রক্তই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দেহের অভ্যন্তরস্থ এসিড এবং ক্ষারের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখাও রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টির সুবাদে রক্তের বহুবিধ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়। সরকারি-বেসরকারি



হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে প্রতিদিন শত শত রোগীর অপারেশন হচ্ছে। এতে প্রতিদিনই শত শত ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া বিভিন্ন কারণে শরীরে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার কারণে অধিক রক্ত প্রবাহিত হয়ে রক্তাল্পতা সৃষ্টি হলে রক্তের প্রয়োজন হয়। তৎক্ষণাৎ শরীরে রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে জীবন রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাছাড়া রক্তের ক্যান্সার, রক্তশূন্যতা, হিমোফিলিয়া, ডেঙ্গুসহ রক্তের স্বল্পতাজনিত অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় রোগীর দেহে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন পড়ে। আবার অনেকক্ষণ অপারেশন চলার কারণে অতিরিক্ত রক্ত বাহিত হয়ে গেলেও রক্তের প্রয়োজন হয়। আবার কারও দেহে রক্ত সম্পূর্ণভাবে তৈরি হতে পারে না। থ্যালাসেমিয়ার রোগীরা কিছুদিন পর পর শরীরে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে বেঁচে থাকে। কারও দেহে যদিও রক্ত তৈরি হয় তা লোহিতকণিকার জন্য সময়ের আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এতে ব্লাড ক্যান্সারের মত ভয়ঙ্কর অসুখ দেখা দেয়। ফলে এ অসুখের জন্য ঘন ঘন রক্ত পরিবর্তন করতে হয়। তার জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয়। যথারীতি সপ্তাহে একবার শরীরে অবশ্যই রক্ত দিতে হয়।

রক্তদান দাতার স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। রক্তদানের পর শরীরে অবস্থিত 'বোন ম্যারো' নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয়। রক্তদান করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই নতুন রক্ত কণিকা জন্ম হয়ে এ ঘাটতি পূরণ করে। বছরে তিনবার রক্তদান রক্তদাতার লোহিত কণিকাগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে। রক্তদানের ফলে হৃদরোগ ও হার্ট এটাকের ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে। তাছাড়া মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে অপার মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়।

রক্তদান ও পরিসঞ্চালনের ইতিহাস

সর্বপ্রথম ১৬১৬ সালে ইংরেজ চিকিৎসক ডা. উইলিয়াম হার্ভের গবেষণার মাধ্যমে মানুষ মানবদেহের অভ্যন্তরে রক্ত প্রবাহের বিষয়ে জানতে পারে। স্যার ক্রিস্টোফার রেন ১৬৫৭ সালে ডা. উইলিয়াম হার্ভে আবিষ্কৃত যন্ত্র ব্যবহার করে জন্তুর দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে তরল পদার্থ প্রবেশ করান। ডা. রিচার্ড লোয়ার ১৬৬৬ সনে সফলভাবে প্রথমবারের মতো একটি কুকুরের দেহ থেকে আরেকটি কুকুরের দেহে রক্ত সঞ্চালনের পরীক্ষা চালান। অবশ্য এর পরে পশুর দেহ থেকে মানবদেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করতে গিয়ে চিকিৎসকদের হাতে প্রাণ হারান অনেক মানুষ। ফলে ১৬৭৮ সনে রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যাপারে পোপ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। ডা. জেমস ব্লান্ডেল নামে একজন ইংরেজ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ১৮১৮ সালে রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে সফলভাবে একজন সুস্থ মানুষের দেহ থেকে আরেকজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের দেহে রক্ত পরিসঞ্চালন করে তাকে বাঁচিয়ে তোলা হয়। তিনিই প্রথম মানুষের শরীরে কেবল আরেকজন মানুষের রক্তই দেয়া যাবে বলে নিশ্চিত করেন (Learoyd 2006, 4-16)। ১৯০১ সনে ভিয়েনার ডা. কার্ল

ল্যান্ডস্টেনার মানুষের রক্তের প্রধানত ৪ টি গ্রুপ এ, ও, বি, এবং এবি. সনাক্ত করেন। ১৯১৪-১৯১৮ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এ সময়টায় যুদ্ধাহত হাজার হাজার মানুষকে বাঁচাতে অনেক রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। তখনই মানুষ রক্তদাতার শরীর থেকে বের করে সোডিয়াম সাইট্রেট মিশিয়ে জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা করা এবং ফ্রিজে সংরক্ষণ করা আবিষ্কার করে। প্রথমবারের মতো ১৯১৬ সনে সফলভাবে সংরক্ষিত রক্তকে আরেকজনের দেহে প্রবেশ করান হয়। এই ধারণা থেকেই একজন আমেরিকান মেডিকেল গবেষক অসওয়াল্ড হোপ রবার্টসন ফ্রান্সে বিশ্বের প্রথম ব্লাড ব্যাংকের সূচনা করেন। তারপর ১৯২১ সনে লন্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে বৃটিশ রেডক্রসের সদস্যরা সবাই একযোগে রক্ত দেয়ার মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম স্বেচ্ছা রক্তদানের দৃষ্টান্ত সূচিত হয় (Garcia, 2016)। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় উপমহাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান শুরু হয়। ইম্পিরিয়াল সেরোলজিস্টরা ১৯২৫ সনে কোনো ধরনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছাড়া একজন রক্তদাতার দেহ থেকে একটি সিরিঞ্জের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে রক্তগ্রহীতার দেহে পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা নিয়ে কলকাতার ট্রপিকেল মেডিসিন স্কুলে একটি রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র শুরু করে। ১৯৩৯ সনে ভারতের রেডক্রস সোসাইটি একটি ব্লাড ব্যাংক কমিটি গঠন করে। এই কমিটি যন্ত্রপাতি দিয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রটিকে সহায়তা করে এবং রক্তদাতাদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করে। ফলে ফ্লাস্কে করে রক্ত সংগ্রহ করে তা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। মূলত চল্লিশের দশকে মেট্রোপলিটন শহরে এবং পঞ্চাশের দশকে জেলা শহরগুলোতে ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সব ব্লাড ব্যাংকগুলোই পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বলে অনেক বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করা হয়। ১৯৮৫ সালে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কলকাতায় প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী ন্যাশনাল সেমিনার এন্ড ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রমকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তখন থেকে ‘গিফট অফ ব্লাড’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। জনস্বার্থে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সকল প্রকার রক্তের কেনাবেচা বন্ধের ঘোষণা দেয় এবং স্বেচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল গঠনের জন্যে সরকারকে নির্দেশ প্রদান করে (Ferdous, 2014)।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালের ১০ই জুন জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলাম নিজ রক্তদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সূচনা করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু ছাত্রের উদ্যোগে সন্ধানী নামে প্রথম রক্তদান সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৯৮১ সনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট



সোসাইটি, ১৯৮২ সালে অরকা, ১৯৯৬ সনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠন ‘বাঁধন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পথ ধরেই ৫ মে ২০০৫ সালে ব্লাড-ফ্রেন্ড সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম নতুন মাত্রা যোগ করে। দেশে প্রতিবছর প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় রক্তের সরবরাহের অভাবে পেশাদার রক্ত বিক্রেতার দূষিত রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে সিফিলিস, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি বা এইডসের মতো সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই দূষিত রক্তের পরিসঞ্চালন থেকে মুমূর্ষু মানুষকে রক্ষার জন্য নিরাপদ ও সুস্থরক্তের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উদ্বুদ্ধ সচেতন নাগরিকদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে ওঠেছে (Ferdous, 2014)।

## রক্তদান ও পরিসঞ্চালন সম্পর্কিত প্রচলিত আইন

বাংলাদেশে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সরকার ‘নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২’ শিরোনামে ২০০২ সনের ১২ নং আইন পাশ করে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রোগীর দেহে পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন। এই আইন ২০০২ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এই আইনে রক্ত বলতে পরিপূর্ণ মানব রক্ত এবং রক্তদানকে একটি সেবামূলক কাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আইন অনুসারে অনুমোদিত ব্যক্তি নিরীক্ষিত রক্ত অনুমোদিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও পরিসঞ্চালন করতে পারবে। ডাক্তার কর্তৃক রক্ত পরিসঞ্চালন চিকিৎসা প্রদানকালে প্রদেয় রোগীর বা রক্ত গ্রহীতার রক্তের সঠিক চাহিদা, রক্তের উপাদানের প্রকৃতি, রোগী বা রক্ত গ্রহীতার বিদ্যমান শারীরিক অবস্থা এবং রক্ত পরিসঞ্চালনের ধরন বা পদ্ধতি ব্যবস্থাপত্রে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রিধারী এবং রক্ত পরিসঞ্চালন মেডিসিন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিবিএসএন্ডটি, এমটিএম, এমডি, পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ ‘রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞ’ বলে বিবেচিত হবেন। এই বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকার এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করবেন এবং তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেবেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একুশ সদস্য বিশিষ্ট ‘জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল’ রয়েছে। এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও উদ্ভূত আনুষঙ্গিক বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান এই কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ‘হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস অর্থাৎ এইচআইভি’, ‘হেপাটাইটিস বি ভাইরাস’, ‘হেপাটাইটিস সি ভাইরাস’, ম্যালেরিয়া ও সিফিলিসসহ সর্বপ্রকার রক্ত বাহিত রোগ

থেকে মানব দেহকে রক্ষার জন্য; নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিসঞ্চালনের পদ্ধতি নির্ধারণ; রক্তদাতাদেরকে স্বেচ্ছায় রক্তদান, স্বজনকে রক্তদান এবং রক্তের বিনিময়ে রক্তদানকে উৎসাহিত করা; পেশাদার রক্তদাতাদেরকে রক্তদানে পর্যায়ক্রমে নিরুৎসাহিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব উক্ত কাউন্সিলের। এই কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত; রক্তদাতাদের পরিসংখ্যান সংরক্ষিত ও সরকারী হাসপাতালের রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে থাকে।

লাইসেন্স ব্যতীত বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা; ভুল ব্যবস্থাপত্র প্রদান; অননুমোদিত পদ্ধতিতে রক্ত পরিসঞ্চালন; বিনষ্টযোগ্য উপকরণ বিনষ্ট না করা এবং তা পুনরায় ব্যবহার করা; অনিরীক্ষিত রক্ত পরিসঞ্চালন করা; অননুমোদিত উপায়ে রক্ত, রক্তের উপাদান ও রক্তজাত সামগ্রী সংগ্রহ, উৎপাদন ও বিতরণ করা; অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ত পরিসঞ্চালন করা; রক্তদাতার ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত সেবা ফিস আদায় করা এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। উল্লিখিত অপরাধসমূহের যে কোন একটি বা একাধিক অপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারান্তে দোষী সাব্যস্ত হলে সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ আইনের অধীনে সংঘটিত সকল অপরাধ অআমলযোগ্য (Non-cognizable), জামিনযোগ্য, আপোষযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। মামলা দায়ের করতে হবে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এই আইন অনুসারে কৃত অপরাধের বিচারের জন্য মামলা করতে পারবেন (ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং তার অবর্তমানে মহা-পরিচালকের দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তা অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এবং (খ) ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি বা তার প্রতিনিধি। এরা ছাড়া আর কেউ এসব বিষয়ে মামলা দায়ের করতে পারবে না। অভিযোগ দায়ের করতে হবে লিখিতভাবে।

এছাড়া নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন ২০০২-এর আলোকে ২০০৮ সালে প্রণীত হয় রক্তদান বিধিমালা। এতে সরকার অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্তবাহিত রোগ নির্ণয়, রক্তের অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রক্ত সংরক্ষণ এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রিএজেন্ট, রক্তের ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

### রক্তদান ও পরিসঞ্চালনের শরয়ী বিধান

কোন বিশেষ মুহূর্তে স্বেচ্ছায় সুস্থ রক্তদাতার দেহ থেকে রক্ত সরবরাহ করে গ্রহীতার দেহে পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে রোগীর জীবন রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা নিরাপদ বিশুদ্ধ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য পরামর্শ প্রদান



করেন। রক্তদান প্রসঙ্গে আলিমদের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত রয়েছে। নিম্নে তাদের মত দুটি প্রমাণসহ বিশ্লেষণ করা হলো-

### এক.রক্তদান বৈধ নয়

অনেক আলিমের মতে, ইসলামে রক্তদান বৈধ নয়। তাঁদের দলীল ও যুক্তিগুলো হলো-

ক. খাদ্য হিসেবে রক্ত নিষিদ্ধ : আল্লাহ তা'আলা প্রবাহিত রক্ত অর্থাৎ শিরা ও ধমনীর টাটকা রক্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۞

তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, প্রবাহিত রক্ত (কাঁচা বা রান্না করে) ও শূকর এবং যেসব জীব-জন্তু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যদি কেউ নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াবান (Al-Qurān, 2: 173)।

তিনি আরও বলেন,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۞

তুমি বলে দাও, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে এমন কোন হারাম জিনিস আমি পাচ্ছি না যা একজন ভোজনকারী মানুষ সচরাচর খেয়ে থাকে; কিন্তু মৃত বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস নিষিদ্ধ। কেননা এসব অপবিত্র - অথবা যা অবৈধ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে। তবে কেউ যদি অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহলে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (Al-Qurān, 6: 145)।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۞

তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত এবং এমন জানোয়ার যার ওপর আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু যদি কাউকে বাধ্য করা হয়, সে যদি সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (Al-Qurān, 16: 115)।

খ. নিষিদ্ধ খাদ্য দ্বারা চিকিৎসা নিষিদ্ধ : ইসলামী শরী'আতে যেসব খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ তা ঔষধ হিসেবে গ্রহণও নিষিদ্ধ। আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূল স. বলেন,

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

নিশ্চয় রোগ ও ঔষধ আল্লাহ প্রদত্ত দুটি জিনিস। তিনি প্রত্যেক রোগের নিরাময় ব্যবস্থা করেছেন; সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর; তবে হারাম কোন কিছু দ্বারা চিকিৎসা নিও না (Abū Dāūd 1420H, 425, 3874)।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ.

রাসূল স. অপবিত্র ঔষধ থেকে নিষেধ করেছেন (Abū Dāūd 1420H, 425, 3870)।

নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে আরোগ্য দানের ক্ষমতা নেই। ইসলামী শরীয়তে মদ একটি হারাম পানীয়। স্বাভাবিকভাবে তাই মদ দিয়ে ঔষধ গ্রহণও হারাম। এ সম্পর্কে তারেক বিন সুয়াইদ রা. বলেন, রাসূল স. কে মদ ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তখন প্রশ্নকারী বলল, আমিতো এটা ঔষধ হিসেবে তৈরি করেছি। তখন রাসূল স. বললেন, মদ কখনো ঔষধ হতে পারে না, বরং সে নিজেই রোগের উপাদান (Muslim 2006, 955, 1984)।[১]

গ. আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুক্তি : ইসলামী শরীয়া কর্তৃক শরীরের অভ্যন্তরে খাদ্য হিসেবে অপবিত্র বস্তু প্রবেশ নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান স্বীকৃত যৌক্তিক কারণও রয়েছে। সাধারণত খাদ্য পাকস্থলীতে পরিপাক হয় এবং এর সারাংশ রক্তের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ধমনী বা শিরায় কোন কিছু প্রবেশ করানোর পর তা সরাসরি রক্তের মাধ্যমে দ্রুত ও সহজেই শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হয়। এভাবে রক্তের মাধ্যমে জানা ও অজানা বিভিন্ন রোগের জীবাণু একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে প্রবেশ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে জানা যায় যে, প্রবাহিত রক্তের মাধ্যমেও হেপাটাইটিস-বি ও সি, এইডস্ ও আরও অনেক জানা অজানা প্রাণঘাতী রোগ সংক্রমিত হয় এবং মহামারির আকার ধারণ করতে পারে। কোন প্রাণী জবাই করার পর যে রক্ত বের হয়ে আসে তাতে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান, জমাট বাঁধার উপাদান (Heparin), Toxin ও বিভিন্ন Pathogenic micro-organism থাকে। এগুলো প্রাণীদেহের ভিতরে থাকা অবস্থায় প্রাণীদেহের সুস্থতায় ভূমিকা রাখে। কিন্তু এসব পদার্থ খাদ্য হিসেবে খুবই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

---

[১] عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاء



মূলত আল্লাহ তা'আলা এসব বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়ার জন্যই পশু-পাখি জবাই করে রক্ত বের করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। খাদ্য হিসেবে রক্ত নিষিদ্ধ হওয়ার এ বৈজ্ঞানিক কারণটি অনেক গবেষণার পর সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই রক্ত সংস্পর্শের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডিস্পোসিবল্-সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হচ্ছে। একজনের ব্যবহৃত সুঁচ যেন অন্যের দেহের সংস্পর্শে না আসে সেজন্য সেমিনার, ব্যানার, পোস্টার ও লেখালেখির মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে।

দুই. রক্তদান বৈধ

বর্তমান সময়ের অধিকাংশ আলিম ও ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তদান ও পরিসঞ্চালন বৈধ। এমত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছে, মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতওয়া কমিটি (Al-Azhar 1368H, 743-744), সৌদী আরবের বিদগ্ধ আলিমগণের সংস্থা "হাইয়াতু কিবারিল উলামা" (Kibaril Ulama 1409H), রাবিতাতুল আলাম আল-ইসলামী অধিভুক্ত ফিকহ কমিটির সিদ্ধান্ত (Rābita 1399H)।

তাদের দলীল ও যুক্তিগুলো হলো-

ক. জীবন রক্ষা একটি গুরু দায়িত্ব : ইসলামী শরীয়ার একটি প্রধান লক্ষ্য হল 'হিফজুন নাফ্স' বা জীবন রক্ষা করা, যা চিকিৎসা বিদ্যার প্রাথমিক এবং মৌলিক উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআন মানুষের জীবন রক্ষাকে এক গুরু দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۞

কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো লোককে হত্যা করে, যে লোক কাউকেও হত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করেনি; সে (হত্যাকারী) যেনো পুরো মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যে তাকে বাঁচিয়ে রাখে সে যেনো পুরো মানব জাতিকে বাঁচালো (Al-Qurān, 5: 32)।

পবিত্র কুর'আন এ আয়াতে একজন মানুষের জীবন রক্ষাকে পুরো মানবজাতির জীবন রক্ষার সমকক্ষ বলে ঘোষণা করেছে। অন্যকথায় কোনো মানুষ যদি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে পুরো মানব জাতিকে জীবিত রাখার কাজ করে।

খ. সংকট নিষিদ্ধতাকে বৈধ করে : ইসলামী শরীয়া জীবন নাশের হুমকি মুকাবিলায় সংকটময় সময়ের জন্য যে কোন নিষিদ্ধতাকে সাময়িকভাবে বৈধ করেছে। এরূপ পরিস্থিতিকে'ক্বাওয়ায়িদ আশ-শরীয়ায়' বর্ণিত 'জরুরি' অবস্থায় মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার অনুমোদনের সাথে তুলনা করা যায়। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার বিধান অন্য স্বাভাবিক অবস্থায় নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিতকৃত পদ্ধতিকেও অনুমোদন করে।

তাই গুরুতরভাবে অসুস্থ ও দুর্বল কোন রোগীর জীবন রক্ষার্থে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেই রোগীর শরীরে রক্ত সরবরাহ অর্থাৎ ব্লাড-ট্রান্সফিউশন করা অত্যন্ত জরুরি বলে পরামর্শ দিলে সংকটকালীন রক্তদান বৈধ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

কিন্তু যদি কেউ নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালংঘনকারী না হয়, তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়াবান (Al-Qurān, 2: 173)।

গ. রক্তদানের পক্ষে হাদীসে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত : রাসূল স.-এর একটি হাদীসে দূষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা বদলে দেয়ার কথাউল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তির অসুস্থতার পর যথাযথ চিকিৎসা প্রদান তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ করে তোলে। আতা ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، فَقَالَ: " انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ؟ " فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ: " لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.

যখন কোন মানুষ রোগাক্রান্ত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছে দুজনফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাদের বলেন, দেখ! অসুস্থ ব্যক্তি তার সেবাকারীদেরকে কি বলছে। যদি ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার শুকর করতে থাকে তবে ফিরিশতাদ্বয় আল্লাহ তা'আলার কাছে সে সংবাদ নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যদি তাকে মৃত্যু দেই তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি তাকে রোগ থেকে মুক্তি দেই তবে তার খারাপ গোশতকে ভাল গোশত দ্বারা এবং দূষিত রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা বদলে দেব এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দেব (Malik 2005, 621)।

অগ্রগণ্য মত

রক্তদান সম্পর্কিত আলিমদের উভয় পক্ষের মতামত ও প্রমাণাদি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে,রক্তদান সংক্রান্ত মতদুটি অবস্থানির্ভর। ইসলামে স্বাভাবিক অবস্থায় অন্যান্য খাদ্যের মতো রক্তও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। রক্তদানের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়, যাতে চিকিৎসকের পরামর্শ, দাতা ও গ্রহীতার উপযোগিতা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ পদ্ধতির ওপর মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের অনুমোদন রয়েছে। কেননা ইসলামী শরীয়ার অন্যতম লক্ষ্য 'জীবন রক্ষা' এ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট। রক্তদান কেবল বিশেষ প্রেক্ষাপটেই সম্পন্ন করা হয়, যেখানে রোগীর জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে। এমতাবস্থায় শরীয়তের 'সংকটকালে নিষিদ্ধবস্তু বৈধ হওয়া'-



এর নীতি প্রয়োগযোগ্য। আলিমগণের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে দাতা ও গ্রহীতার উপযোগিতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ রক্তদান ও পরিসঞ্চালনের প্রতি ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক।

রক্তদানের ফিকহী নীতিমালা

রক্তদানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে রক্তদান করা উচিৎ।

এর ব্যত্যয় হলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তা বৈধ হবে না। উপরোল্লিখিত বিভিন্ন ফিকহ বোর্ডের প্রদত্ত শর্তাবলির ভিত্তিতে নিম্নে এ সম্পর্কিত নীতিমালা তুলে ধরা হলো:

ক. রক্তদান আবশ্যক বা প্রয়োজনীয় হিসেবে প্রতীয়মান হওয়া;

খ. রক্তদান ছাড়া রোগীর রোগমুক্তি ও সুস্থতা সম্ভব নয় বলে প্রতীয়মান হওয়া;

গ. রক্তদানের কারণে রক্তদাতা ও রক্তগ্রহীতার কোন ক্ষতি না হওয়া;

ঘ. বিশেষজ্ঞগণের প্রবল ধারণায় রক্তদানের মাধ্যমে রোগী উপকৃত হওয়া;

ঙ. রক্তদাতা রক্তদানের বিনিময়ে কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় নিতে পারবে না; কেননা হাদীসে স্পষ্টভাবে রক্ত বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে (Al-Bukhari 2002, 533, 2238)।[২] তাছাড়া রক্ত ক্রয়বিক্রয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে (Ibn Mundhir 1999,);

চ. রক্তদানের বিনিময়ে উপহার, উপঢৌকন গ্রহণের দুটি ধরন হতে পারে, এক- পূর্ব থেকে শর্তযুক্ত, এ ধরনের বিনিময় রক্ত বিক্রয় হিসেবে গণ্য বিধায় তা বৈধ হবে না; দুই- যদি এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কাজ করার কারণে কোন প্রকার শর্ত ছাড়া উৎসাহ ও প্রণোদনামূলক কিছু উপঢৌকন প্রদান করে তবে তা বৈধ;

ছ. রক্তদাতা সন্তুষ্টচিত্তে রক্ত দিতে রাজী হবেন। তার থেকে জোরপূর্বক রক্ত নেয়া যাবে না। কেননা রক্ত তার শরীরের একটি অংশ, যাতে তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত;

জ. যতটুকু রক্ত গ্রহণ প্রয়োজন ও নিরাপদ শুধুমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অথবা রক্তদাতা বা গ্রহীতার জন্য ক্ষতিকর এমন মাত্রায় রক্ত গ্রহণ করা হলে তা শরীয়ার দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (Al-Azhar 1368H, 743-744; Kibaril Ulama 1409H; Rabita 1399H)

---

[২]. أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً، فأمر بمحاجمه فكسرت, فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم

রক্তদানের নৈতিক দিক

কোন ব্যক্তি তার দেহের রক্ত অতীব প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দান করা অবশ্যই ত্যাগের একটি দৃষ্টান্ত। কোন মানুষের উপকারে এরূপ সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান অতি উচ্চ দয়া ও অনুকম্পার বিষয়। রাসূল স. কঠিনমুহূর্তে জীবন রক্ষার কাজে এগিয়ে আসাকে আল্লাহর নিকট অতীব সাওয়াবের কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি ইতর প্রাণীর জীবন রক্ষাকেও মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। একজন মহিলা বেশ কষ্ট করে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে একটি পিপাসার্ত কুকুরের তৃষ্ণা নিবারণে সাহায্য করল। এই ক্ষুদ্র একটি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্যই মহিলাটি দোজখে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল (Al-Bukhari 1987, 1/45, 173)।[৩] রাসূল স.-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত এ বহু মূল্যবান প্রাজ্ঞ ঘটনাটির মধ্যে আমাদের শিক্ষার বহু উপকরণ রয়েছে। প্রথমত কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজটি করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত তার হৃদয়ের ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার স্তর। একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানো কোনো অসাধারণ ঘটনা নয়, অথচ হাদীসে বর্ণিত ছোট্ট সৎকর্মটির প্রকৃত মূল্যমান বিশাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম কষ্ট ও গ্লানিমুক্ত পারস্পরিক নির্ভরতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সামাজিক জীবন গঠনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কুর'আনে ভালো ও ন্যায়ের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং অন্যায়মূলক কাজে কারো সহযোগিতা না করাকে একটি মূলনীতিরূপে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۞

কল্যাণমূলক ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে কারো সহযোগিতা করো না (Al-Qurān, 5: 2)।

ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের আদান-প্রদান, আন্তরিকতার বহি:প্রকাশের মাধ্যমে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আতা বিন আবি মুসলিম আল-খুরাসানী বলেন, রাসূল স. বলেছেন,

تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.

তোমরা পরস্পর মুসাফাহা কর, বিদ্বেষ লোপ পাবে। একে অপরকে হাদিয়া প্রদান কর, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং ঘৃণা দূরীভূত হবে (Malik 2005, 603)।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাই এ ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক। ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্ক বিভিন্নভাবে রক্ষা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জীবন, সম্পদ বা কথা দিয়ে মুসলিমের জীবনে পারস্পরিক সাহায্য করা যায়।

[৩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .



পারস্পরিক সহমর্মিতা তথা অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তার আনন্দে আনন্দিত হওয়ার মাধ্যমেও সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى.

তুমি দেখবে ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনরা একই দেহের মতো। এ দেহের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে অন্য অঙ্গসমূহ এর জন্য ব্যথিত হয়, জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে ও বিনিদ্র রজনী কাটায় (Al-Bukhari 2002, 1508, 6011)।

আর কোনো মুসলিম অসুস্থ হলে তার যথাসম্ভব সেবা করা পারস্পরিক অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার ও দায়িত্ব। ইসলাম প্রত্যেক মুসলিমকে তার সমাজের ব্যক্তিবর্গের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۞

নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা নিষেধ করেন (Al-Qurān, 16: 90)।

রক্তদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি সুপারিশ

এক. বাংলাদেশে কোন বিশেষ দিন বা ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান পরিলক্ষিত হয়। এতে নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী রক্ত সরবরাহ হয়। অনেক সময় উদ্বৃত্ত রক্ত নষ্টও হয়ে যায়। অন্যদিকে সারা বছর দেশে যে পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন তাও পূরণ হয় না। ফলে শুধু রক্তের অভাবে অসংখ্য মানুষ মারাও যায়। এ ক্ষেত্রে রক্তদাতারা নিয়মিত 'ব্লাডব্যাংকে' রক্তদান করলে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। রক্ত বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায় না। তাছাড়া রক্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বাইরে কয়েক ঘন্টা রাখা হলে রোগীর শরীরে পরিসঞ্চালনের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাই ব্লাডব্যাংকে রক্তদাতাদের তালিকা সংরক্ষণ করা হলে প্রয়োজনের মুহূর্তে রক্ত সরবরাহ করা যায়।

দুই. নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনে রক্ত দেয়ার মানসিকতা বৃদ্ধি পেলেও তা যথেষ্ট নয়। অথচ প্রত্যেক রোগীই তার আত্মীয়-স্বজন থেকে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে রক্তের যোগান পেতে পারে। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি বদান্যতা, কৃপা, উদারতা, সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ের ইসলামী বিধান উপস্থাপনের মাধ্যমে রক্তদানে আরও উৎসাহিত করা যেতে পারে।

তিন. দেশে পেশাদার রক্তদাতাদের বেশিরভাগই মাদকাসক্ত বা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত। এদের রক্ত ব্যবহারে রোগী সাময়িকভাবে সুস্থ হলেও দীর্ঘমেয়াদে রক্তবাহিত জটিল কোন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তাই রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে নির্দিষ্ট পরীক্ষা করার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতে হবে। নিরাপদ

রক্তদানের ব্যাপারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সর্ব সাধারণ পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহের উদ্দেশ্যে সন্ধানী, রেডক্রিসেন্ট, বাঁধন, প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন নিশ্চিতকরণে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চার. বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ের রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। এতে তাদের অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ পুরো অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রহিত হবে। বিয়ের পর শারীরিক সম্পর্ক ও রক্তের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস, হেপাটাইটিস বি ও সি, ডায়াবেটিস, লিউকোমিয়া, সিজোফ্রেমিয়া ইত্যাদি বেশ কিছু সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ হতে পারে। সেক্সুয়্যাল প্রবলেম যেমন স্বামী-স্ত্রীর নরমাল প্রোডাক্টিভিটিও নষ্ট হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া নামের এই রোগটি বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর। বাবা-মা দুইজনই এই রোগের বাহক হলে সন্তান জন্মের পরই এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং সাধারণত একুশ বছরের বেশি বাঁচে না। এতসব ঝামেলা এড়ানোর জন্যই বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

পাঁচ. মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশে রক্তদানের বিষয়ে ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের আলোকে জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে রক্তদাতার সংখ্যা ইতিবাচকহারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

উপসংহার

রক্তের অপর নাম জীবনপ্রবাহ। ফলে রক্তদান এ অর্থে জীবনদান। তাই রক্তদান আত্মার বাঁধন তৈরি করে। রক্তদান নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। রক্তদান ও পরিসঞ্চালনের প্রতি ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় প্রকার স্বীকৃতি রয়েছে। নিয়মিত রক্তদানে দাতার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসহ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে প্রতিদিন বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনীয় হাজার হাজার ব্যাগ রক্তের চাহিদা পূরণ করে গ্রহীতাদের জীবনও রক্ষা করা সম্ভব হয়। নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে রক্তদানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রক্তদান কর্মসূচিতে মানুষ রক্ত দিতে ভিড় করে। বিশেষ করে এতে ছাত্রছাত্রী ও তরুণ সমাজের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক। বেশিরভাগ রক্তদাতাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনেক রক্তদাতা কেবল পরিচিতজনদের প্রয়োজনে রক্তদান করে। অনেকে সমাজ সেবামূলক কাজ হিসেবে রক্তদান করেন। কেউ কেউ তার ভবিষ্যত প্রয়োজনে রক্ত পেতে বিভিন্ন রক্তদাতা সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে নিয়মানুযায়ী রক্তদান করেন। তবে জনগণকে আরও সচেতন করতে পারলে স্বেচ্ছায় রক্তদান কার্যক্রম নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।



**Bibliography**

*Al-Qurān al-Karīm*

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash‘as. 1420H. *Al-Sunan* (In 1 Vol.). Riyadh: Bait al-Afkār al-Dawliyya.

Al-Azhar, Majallatu al-Azhar. 1368H. Vol. 20, Muharram Issue.

Al-Bukhārī Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘īl. 2002. *Al-Jamī‘ Al-Sahīh* (In 1 Vol). Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Ferdous, Zannatul. 2014. "Sessa Roktodan Karjikrom-2 : Roktodaner Itihas" Blog article publish in *quantum meditation*, available on: http://quantummeditation.blogspot.com/2014/01/2.html

Garcia, Kristin. 2016. "A Brief History of Blood Transfusion Through The Years". https://stanfordbloodcenter.org/a-brief-history-of-blood-transfusion-through-the-years/.

Kibaril ‘Ulama, Haiyatu Kibaril ‘Ulama. 1409H. Decision No. 4, Session No. 11, 13-20 Rajab 1409H.

Learoyd, Phil. 2006. *A Short History of Blood Transfusion*. Leeds: National Blood Service.

Malik, Abū ‘Abdullah Malik Ibn Anas. 2005. *Al-Muatta*. Cairo: Dar al-Fajr li al-Turath.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ (In 1 Vol)*. Riyadh: Dār Ṭayyiba.

Rābita, Fiqh Academy of Rābita ‘Alam Al-Islāmī. 1399H. Decision No. 65, 7 Safar 1399H.